প্রেমিক প্রেমিকা হিসেবে সাংবাদিকরাই সেরা !

সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রেম করার বড় জ্বালা। যাদের স্বামী বা স্ত্রী সাংবাদিক, তাদের মুখে প্রায়শই এই কথা শোনা যায়। সাংবাদিক মাত্রই নাকি হামবড়িয়া ভাব থাকে। সবসময় জ্ঞান জাহির করার চেষ্টা করে।
তাই সাংবাদিকদের স্বামী বা স্ত্রী সবসময় অন্যকে বলেন, ‘আর যে পেশার মানুষকে বিয়ে কর, সাংবাদিককে নয়।’

সমীক্ষা বলছে, অন্য যে কোনো পেশার মানুষের চেয়ে সাংবাদিকরা প্রেমিক বা প্রেমিকা হিসেবে অনেক এগিয়ে। কারণ পেশার খাতিরে সাংবাদিকদের নানা সময় নানা জায়গায় যেতে হয়। তাই রাস্তাঘাট থাকে তাদের নখদর্পণে। কোনো জায়গার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলে তাদের ঠোঁটস্থ থাকে উত্তর। তার উপর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে মিশে কোথায় কী বলতে হবে, কোথায় কীভাবে থাকতে হবে, তা নিয়ে সম্যক ধারণা তৈরি হয়ে যায়। ফলে যেখানেই আপনি তাকে নিয়ে যান না কেন, অস্বস্তিতে তো পড়বেনই না, বরং সাংবাদিক সঙ্গী থাকলে আপনার মর্যাদাও বেড়ে যাবে কয়েকগুণ।

সাংবাদিকতার পেশায় সম্মান আছে। কিন্তু টাকা নেই। অন্য অনেক পেশার তুলনায় সাংবাদিকদের পারিশ্রমিক বেশ কম। স্রেফ নেশার তাগিদেই সংবাদ সন্ধানে ছুটে যায় তারা। টাকাটা তাদের কাছে বড় ব্যাপার নয়।

সাংসারিক জীবনেও এই মনোভাব কাজ করে। ফলে স্বামী বা স্ত্রীর আয় নিয়ে এদের কোনো মোহ থাকে না। এমন সঙ্গী পাওয়া তো ভাগ্যের ব্যাপার। তার উপর সাংবাদিকদের পেশার তাগিদে খাটতে হয় প্রচুর। ইচ্ছা-অনিচ্ছার উর্ধ্বে গিয়ে পরিস্থিতির চাপে পড়ে কঠোর পরিশ্রমী হয়ে ওঠে তারা।

সঙ্গী বা সঙ্গিনী যদি পরিশ্রমী হয়, তবে তো সবারই লাভ। তার উপর কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক না গলানোর মতো সময় তাদের থাকে না।

সাংবাদিকরা চান বা না চান, অনেক রকম কাজ তাদের শিখতে হয়, অনেক ক্ষেত্রে সেগুলো সাংসারিক জীবনেও উপকারে লাগে। এছাড়া পেশার খাতিরে তাদের পড়াশোনাও করতে হয় প্রচুর। তাই যে কোনো বিষয়ের

উপর মোটামুটি জ্ঞান তাদের থাকে।

এখানে সুবিধা দু’টি। এক তো আপনি কোনো বিষয় না জানলে সঙ্গীর থেকে জেনে নিতে পারবেন। কোথায় কখন কী কাজে লেগে যায়, বলা তো যায় না। আর দ্বিতীয়ত, আপনি কোনো বিষয়ে আলোচনা করার মতো লোক পেয়ে যাবেন।

এছাড়া পেশার খাতিরেই বিশ্বাসী হন সাংবাদিকরা। সংবাদ উৎস সবসময় গোপন রাখতে হয় তাদের। এটা ব্যক্তিগত জীবনেও প্রভাব ফেলে বেশি।

– এমপি ডেস্ক

মেহেরপুরে প্রথম ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে শিপন হোসেন (২৭) নামের এক ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এটাই মেহেরপুর জেলায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে প্রথম কোন রোগির মৃত্যু হলো। এ মৃত্যুর ঘটনায় জেলার গাংনী উপজেলায় ডেঙ্গু নিয়ে নতুন করে আতঙ্ক সৃষ্টি হলো।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। সে গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামের মাসুদ হোসেনের ছেলে।
জানা গেছে, গত বুধবার জ্বরে আক্রান্ত হলে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয় শিপন।
পুরাতন ডেঙ্গু সন্দেহে চিকিৎসক তার রক্তের আইজিজি পরীক্ষা করালে পজেটিভ পান। ভর্তি থাকা অবস্থায় তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে বৃহস্পতিবার কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

ডেঙ্গু রোগীদের তদারকির দায়িত্বে থাকা গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার সজীব উদ্দীন স্বাধীন তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, এটা অবশ্যই পুরাতন ডেঙ্গু রোগী হবে। কোন এক সময় তার ডেঙ্গু হয়েছিল কিন্তু তখন চিকিৎসা হয়নি বলে

সন্দেহ করা হচ্ছে।
শিপনের পরিবারিক সূত্রে জানা গেছে, গাংনী থেকে নিয়ে যাওয়ার পর কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন (২নং ওয়ার্ডে) ভর্তি করা হয়। পেটে প্রচন্ড জালা যন্ত্রণার জন্য এখানে ভর্তি করেন চিকিৎসকরা। জ্বর ছিল না তাই ওখানে ডাক্তার তাকে দেখার পরে ওই ওয়ার্ডে ভর্তি করেন।

মৃত্যুর আগে তার বø◌াড প্রেসার অস্বাভিক ভাবে নেমে যায়।

মেহেরপুরের গাংনীতে জেলার সব থেকে বেশি ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়। গাংনীতে এডিস মশার লার্ভার অস্তিত্ত রয়েছে বলে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে জানানো হয়।

নিজস্ব প্রতিনিধি

গাংনীর সেই আলোচিত ব্যানার অপসারন

মেহেরপুরের গাংনীর সাংসদ সাহিদ্দুজ্জামান খোকনের বিরুদ্ধে আলোচিত ব্যানারটি অপসারণ করা হয়েছে।
রবিবার সকাল ১১ টায় সাবেক সংসদ সদস্য মো: মকবুল হোসেন ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক এম এ খালেকের উপস্থিতিতে ব্যানারটি অপসারণ করা হয়। এ সময় সাবেক পৌর মেয়র আহমেদ আলী, গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম, পৌর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু সহ আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
ব্যানার অপসারণ প্রসঙ্গে গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক এম এ খালেক বলেন, কুখ্যাত রাজাকার পুত্র দূর্নীতিবাজ সাহিদুজ্জামান খোকন সহ হাইব্রীড মুক্ত আওয়ামীলীগের নেতৃত্ব চাই শিরোনাম ব্যানারটির সাথে আমরা একমত তবে সেটা সুষ্ঠ ভাবে হতে হবে কোন বিশৃংখলা করা যাবেনা। সুষ্ঠ ভাবে এই দাবি পুরনে দলের গঠনতন্ত্রে এ নিয়ম লেখা আছে। নেতা কর্মীদের দাবির প্রতি সম্মান জানিয়ে কেন্দ্রের নির্দেশনা মোতাবেক কমিটি

উপহার দেওয়া হবে।
ব্যানার নামানো প্রসঙ্গে গাংনী উপজেলা যুবলীগ সভাপতি মোশাররফ হোসেন মোবাইল ফোনে বলেন, ব্যবসায়ীক কাজে তিনি বাইরে আছেন। ব্যানার নামানোর বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না।

নিজস্ব প্রতিনিধি